মেয়েদের মুখোমুখি
মেয়েদের মুখোমুখি
মেয়েদের মুখোমুখি
মেয়েদের মুখোমুখি
মেয়েদের মুখোমুখি
মেয়েদের মুখোমুখি
মেয়েদের মুখোমুখি
মেয়েদের মুখোমুখি

মেয়েদের মুখোমুখি

FACE TO FACE WITH GIRLS

Girl Child Conference

Naripokkho

6-8 September, 1990

বালিকা বর্ষ • ১৯৯০ • নারীপক্ষ

মেয়েদের মুখোমুখি

শিশু ও মেয়েদের কর্মশালা

নারীপক্ষ
৬-৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০

মেয়েদের মুখোমুখি

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : হাসিনা ❑ প্রয়তি রয়

প্রকাশনায় : নারীপক্ষ, ১৯৯৪
বাড়ী নং- ৫১
সড়ক নং- ৯/এ
ধানমন্ডি, ঢাকা

বিষয় সূচী

১. ভূমিকা
২. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য
৩. কর্মপদ্ধতি
৩.১ পরিকল্পনা পদ্ধতি
৩.২ সংজ্ঞা
৩.৩ অবস্থার বৈচিত্রতা
৩.৪ ভাবের আদান-প্রদানের সহযোগীতা
৩.৫ সৃজনশীল কর্মশালা
৩.৬ কর্মশালার স্থান ঃ গণস্বাস্থ্য, সাভার
৩.৭ বয়স্ক শিশুদের মধ্যে অনুপাত
৪. অংশীদারগণ
৫. কর্মশালার প্রধান উল্লেখযোগ্য দিক ঃ
৫.১ বাগান করা
৫.২ প্রহসন/একাঙ্কিকা
৫.৩ সৃজনশীল কর্মশালা
৫.৩.১ নাটিকা/তাৎক্ষণিক রচনা
৫.৩.২ গান
৫.৩.৩ অংকন
৫.৪ খেলাধুলা
৫.৫ আত্মরক্ষা
৫.৬ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন
৫.৭ সাভার স্মৃতি সৌধ
৫.৮ দেহ, স্বাস্থ্য এবং অধিকার
৫.৯ দলীয় আলোচনা
৬. কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা
৬.১ শিশুদের সম্ভাবনা
৬.২ বয়স্কদের ভূমিকায় শিশুরা
৬.৩ বিভিন্ন প্রসঙ্গে সচেতনতা
৬.৪ পরিবর্তনে উন্মুখীতা
৬.৫ শ্রেণী বাধাকে জয় করা
৬.৬ বালক-বালিকা সম্পর্ক
৬.৭ স্বাস্থ্য ও প্রজনন শিক্ষা
৭. অংশ গ্রহণকারীরা কি পেয়েছে
৮. কর্মশালা থেকে নারীপক্ষ'র কি লাভ হয়েছে

১. ভূমিকা

বালিকাদের প্রতি বৈষম্যের স্বীকৃতি স্বরূপ দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সংস্থা সার্ক ১৯৯০ সালকে বালিকা বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছে। নারীরা বৈষম্যের শিকার এটি সমাজে স্বীকৃত হলেও কোন বয়স থেকে এই বৈষম্য শুরু হয় সে ব্যাপারে মানুষ সচেতন নয়। জন্ম থেকেই ধর্মগত বিশ্বাসের সামাজিক আচার-আচরণ এবং প্রথা হিসাবেই মেয়েরা বঞ্চনা, বৈষম্য ও আনুগত্য শিকারে বাধ্য হয়েছে। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মৃত্যুর ও অসুস্থতার হার তুলনামূলকভাবে বেশী। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম। এজন্যই নারী শিক্ষার হার নিম্ন। মেয়েদেরকে ছেলেদের চাইতে আগেই 'উৎপাদনে' ভূমিকা রাখতে হয়।

আট থেকে ষোল বছর বয়সের মধ্যে একটি মেয়ে নিজের সত্ত্বা সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে এ সময়েই তা উপলব্ধি করতে হয়। মেয়ে হয়ে জন্মাবার অর্থ কি, এ প্রশ্নের উত্তর হৃদয়ঙ্গম করতে হয় এবং নিজকে তদনুযায়ী গড়তে হয়। তাঁরা এ সময়ে মেয়ে হয়ে জন্মাবার ফলে যে বৈষম্যের মুখোমুখি হয় তাকে স্বাভাবিক এবং ন্যায় সঙ্গত বলে ধীরে ধীরে মেনে নিতে বাধ্য হয়। মেয়েদের জন্য 'বড় হওয়ার' অর্থ হচ্ছে বিধি-নিষেধকে মেনে নেয়া এবং বিভিন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন হওয়া যার ফলে তারা নিজেদেরকে দুর্বল এবং অক্ষম বলে মনে করে। সমাজ থেকে পাওয়া ধারনা ও ভয় তাদের চলাফেরা এবং বাইরের জগৎ-এর সাথে সম্পর্ক সীমিত করে। সুতরাং যখন ছেলেরা অবাধে চলাফেরা করতে পারে তখন মেয়েদের জন্য ঘরের গণ্ডির বাইরে পা বাড়ানো নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

এমন কি বয়োসন্ধিকালে, যখন পারিবারিক আশ্রয় এবং নিরাপত্তা তার জন্য প্রয়োজন তখন কোন কোন বালিকাদের বয়সের আগেই জীবনের ঘটনাবলী যথা বিয়ে, যৌতুক, সন্তানজন্ম, সন্তান পালন, নিজের জীবিকা নির্বাহ, আত্মরক্ষা প্রভৃতি ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। সমাজে বালিকা এবং নারীদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য নিজস্ব অভিজ্ঞতার মিল ও অমিল উপলব্ধি করা দরকার।

এইজন্য আমরা বিভিন্ন জাতি, শ্রেণী, সম্প্রদায়, ধর্ম, ভাষার বালিকাদের মত বিনিময়ের সুযোগ করেছি। যার মধ্যে সে বালিকাদের জীবনের অভিন্নতাকে খুঁজে পাবে। এইজন্য বালিকাদের বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ও উপলব্ধি আশাপ্রদ ব্যাপার। পরিকল্পনা প্রণয়নকারী এবং বুদ্ধিজীবিদের বালিকাদের জীবন, সমস্যাবলী, প্রত্যাশা, ভীতি কিংবা স্বপ্নের ব্যাপারে আলোচনাই যথেষ্ট নয়। বালিকাদের কাছ থেকেই বালিকা হওয়ার উপলব্ধি জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বালিকারা সচেতন হওয়ার মধ্য দিয়েই তাদের জীবনের বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করতে সাহসী হবে, এবং তাদের যোগ্যতা এবং বাধা সম্পর্কেও সচেতন হবে।

২. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

নারীপক্ষ ৬ থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯০ তে ১০৪ জন ১০-১৬ বছরের শিশু অংশ গ্রহণকারীদের (৮১ জন মেয়ে এবং ২৩ জন ছেলে) নিয়ে এ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং বিষয়টির গভীরতা অনুধাবন করে এক কর্মশালার আয়োজন করে, যাতে নিম্নোক্ত প্রতিক্ষীত ফলাফল ও উপাত্ত সংগৃহীত হয়।

(১) বিভিন্ন আর্থ সামাজিক স্তরে মেয়ে হয়ে জন্মাবার অর্থ কি সে সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা।

(২) মেয়েরা অহরহ যে সকল বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তা চিহ্নিত করণ।

(৩) বৈষম্য থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় এর জন্য কৌশলসমূহ চিহ্নিত করণ।

(৪) শিশুদের জীবনের ব্যাপ্তির জন্য কত সুযোগ এবং বিকাশের পথ রয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা।

(৫) সংগঠকরা মেয়েদের সমস্যা এবং অগ্রাধিকারের বিষয়ে সচেতন হবে এবং এই জ্ঞান জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবে।

আমরা অংশগ্রহণকারী বালিকা এবং বালকদের কাছে জানতে চেয়েছি তারা নিজেদের এবং নিজেদের জীবনকে কিভাবে দেখছে। তাদের বৈষম্য এবং নির্যাতনের অভিজ্ঞতা কি এবং নারীর জন্য যে বৈষম্য রয়েছে সে সম্পর্কে তাদের চিন্তা সম্পর্কেও নারীপক্ষ ধারণা গ্রহণ করতে চেয়েছে। আশা করা গিয়েছিল যে অংশগ্রহণকারী বালক-বালিকাগণ একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেবে। বৈষম্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করবে এবং ছেলেরাও করবে। এর অর্থ এই যে, তারা বুঝবে এ সকল চিন্তাধারা ও নিয়মনীতি অবস্থাসমূহ প্রকৃতিগত কিংবা ধর্মীয় বিধানসম্মত নয় এগুলো সামাজিক বিধান। সমষ্টিগতভাবে সকল নারী ও মেয়েদেরকে বৈষম্য এবং নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয় এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

আমরা আশা করেছিলাম যে অংশগ্রহণকারীরা ধর্মীয় ও ভাষাগত প্রেক্ষাপটে নিজেদের বৈষম্যমূলক সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হবে। এবং নিজেদের মধ্যে এসব বাধা দূর করতে আগ্রহী হবে।

নিজের শরীর এবং বয়সন্ধিকালে নিজের দেহের পরিবর্তনের কালে কুসংস্কার ও ভয়ভীতি অতিক্রম করে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাদের নিজস্ব দেহের উপর তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। এ সকল বাধা ভেঙ্গে ফেলবার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল খেলাধূলা ও স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা। কর্মশালার প্রচেষ্টা ছিল এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে ছেলে এবং মেয়েরা সমতা ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে একে অপরের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়তে পারে।

৩. কর্মপদ্ধতি ঃ

নারীপক্ষ বালিকাদের জন্য নয়, বালিকাদের নিয়ে একটি কর্মশালা করতে চেয়েছে। সেখানে বালিকারা হবে অংশগ্রহণকারী, পর্যবেক্ষক, সংগঠক সত্যিকার অর্থেই একটি স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা করা।

৩.১ পরিকল্পনা পদ্ধতি ঃ

যে সকল মেয়ে সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী হতে পারে তাদেরকে নিয়েই পরিকল্পনা করার জন্য নারীপক্ষ সচেষ্ট ছিল। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থানের ১২ জন বালিকা, নারীপক্ষ'র ৮ জন সদস্য এবং উন্নয়ন সংস্থার ৪ জন স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে একটি পরিকল্পনা টিম গঠন করা হয়। পরিকল্পনা কমিটিতে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সদস্য নেয়া হয়। একজন গৃহকর্মী, বস্তিতে বসবাসকারী কয়েকজন গরীব এন.জি.ও পরিচালিত স্কুলের ছাত্রী এবং স্বচ্ছল পরিবারের ইংরেজী/বাংলা মিডিয়ামের কয়েকজন ছাত্রী। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৯০ সময়কালে ১৮টি সভায় কর্মশালার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। কর্মসূচী নির্ধারিত হয় এবং কর্মশালার কর্মপদ্ধতি স্থির করা হয়। পরিকল্পনা কমিটির বালিকা সদস্যগণকে বিভিন্ন অভিপ্রায় এবং ধারণাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় এবং কর্মশালা আরম্ভের পূর্বেই তাদের সাথে পরীক্ষামূলকভাবে অনেকগুলো অধিবেশন করা হয়। তারা আমাদেরকে স্পষ্ট ভাবে জানায় যে বক্তৃতা, প্লিনারী, গ্রুপ আলোচনা এবং প্রস্তাব ইত্যাদি প্রণয়ন গতানুগতিক পদ্ধতিতে কর্মশালা পরিচালনা করা যাবে না।

এ বয়সের শিশুদের মনের ভাব প্রকাশের এবং আদান-প্রদানের সমান অভিজ্ঞতা নেই। মনের ভাব প্রকাশের জন্য আলোচনা এবং অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যমে নিজস্ব মনোভাব প্রকাশ করতে সক্ষম করা ছিল আলাপের উদ্দেশ্য। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাদেরকে তাদের সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ প্রদান করতে হবে। যখন মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো কর্মশালার দুদিন তারা কি করতে চায়, তারা জানালো তারা নাচ, গান, আবৃত্তি গল্প বলা, অভিনয় এবং খেলা করে কাটাতে চায়। এতে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা বালিকাদের নিয়ে কর্মশালা করছি প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে নয়। বালিকাদের অধিকার এবং যে বৈষম্যের তারা শিকার এ সম্বন্ধে আলোচনার মতই সম

গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান যা শিশুদের কাছে খেলাধুলার মত প্রিয় হবে, শিশুরা বুঝতে পারবে অনুষ্ঠানটি তাদের জন্যই, তারাই বিষয়টির কেন্দ্রবিন্দু এবং যা তাদের মনের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলবে। আত্মবিশ্বাস এবং শেখার ও পাওয়ার অনুভূতি নিয়েই তারা ঘরে ফিরে যাবে।

৩.২ সংজ্ঞা ঃ

কর্মশালার ব্যাপারে বালিকা বলতে আমরা ১০-১৬ বছর বয়সের মেয়েদের কথাই ধরে নিয়েছিলাম। এ বয়সেই শিশুরা সর্বাধিক অবহেলার পাত্র হয়। ১০ বছর বয়সের নীচে তাদেরকে একেবারে অবুঝ শিশু হিসেবেই গণ্য করা যায়। ১৬ বছর বয়সের উর্ধ্বে তাকে স্ত্রী, মাতা, বধুর ভূমিকা পালন করতে হয়। একটি মেয়ে একটি শিশু বা নারী ছাড়া যুবতী বা বালিকা হতে পারে এই কথা মনে রাখতে হবে। একজন পরিচিতিহীন কিংবা বেড়ে ওঠা একটি প্রাণী হিসাবেই চিহ্নিত নয়, সকল প্রকার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবেই তার দায়িত্ব এবং অধিকার রয়েছে।

৩.৩ অবস্থার বৈচিত্রতা

বিভিন্ন প্রকার অবস্থানের বিভিন্ন সামাজিক স্তর, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ভিন্ন ভাষাভাষি মেয়েদেরকে এক সাথে করাই ছিল কর্মশালার উদ্দেশ্য। বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতায় তারা নিজের জীবনের সমন্বয় খুঁজে পায়। বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদেরকে বুঝানো হয় যে ভিন্নতা তাদেরকে পৃথক করে রাখলেও তাদের ভিতর অনেক মিল রয়েছে এবং এ ভিন্নতার মাঝে বস্তিবাসী এবং ধানমণ্ডির অধিবাসী, অশিক্ষিত ফেরিওলা এবং স্কুল ছাত্রীর মধ্যেও যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব। ইচ্ছাকৃতভাবে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন স্তর থেকে অংশগ্রহণকারীদেরকে বেছে নেয়া হয়েছিল। তবে এ বিষয়ে বিশেষভাবে কর্মশালায় কোন আলোচনা হয় নি। এ বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ ও অভিজ্ঞতা লাভ অংশগ্রহণকারীদের উপরই ছেড়ে দেয়া হয়।

৩.৪ ভাবের আদান-প্রদানের সহযোগীতা

অংশগ্রহণকারীদের পরস্পরের সাথে এবং অংশগ্রহণকারী ও সংগঠনের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ ইচ্ছাকৃতভাবে করে দেয়া হয়। বোধ হয় শিশুদের স্বভাবজাত সরলতা এবং সংগঠকদের ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার কারণে এতে সাফল্য লাভ হয়েছে। বড়দের সম্মান করতে হবে, ভয় করতে হবে এবং তারাই সবকিছু সব চাইতে ভাল জানে আর শিশুরা অযোগ্য এবং তাদেরকে বড়দের প্রতিটি বিষয় মেনে নিতে হবে—এ ধারণা স্পষ্টভাবে বাদ দিয়ে আমরা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সহজ করে দেয়ার প্রচেষ্টায় ছিলাম। সাধারণভাবে স্বীকৃত সাংস্কৃতিক আচার অনুযায়ী বিভিন্ন বয়সের এবং স্তরের সদস্যদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করতে হয়। আমরা গতানুগতিক থেকে ভিন্ন ছিলাম। পরিকল্পনাকালেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে সকল অংশগ্রহণকারী পরিকল্পনা সভায় এবং কর্মশালায় একে অন্যকে "তুমি" বলে সম্বোধন করবে এবং নাম ধরে ডাকবে। এতেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরীতে সহযোগীতা করবে। "তুমি" এবং নামের ব্যবহারে পরিচিতির ব্যবধান হ্রাস করে সম্পর্ককে সহজ ও সুন্দর করবে।

বাধা এবং জড়তা কাটানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলার এবং প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যেন একে অপরকে বিশ্বাস করতে, জানতে এবং চিনতে পারে। বল ছুড়ে নাম জানা এবং একে অপরকে বিশ্বাস করা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। একজন বয়ঃপ্রাপ্তের উপর পাঁচ জন বালিকা ও ৫ জন বালকের ভার দেওয়া হয়েছিল যেন বালিকারা তাদের প্রশ্নের জবাব পায় এবং তাদের সমস্যার সময়ে সহায়তা পেতে পারে। এ ব্যবস্থা শিশুদের নিজেদের মধ্যে এবং শিশু ও বড়দের মধ্যে যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদানের সহায়ক হয়।

৩.৫ সৃজনশীল কর্মশালা

অংশগ্রহণকারীরা যেন নিজেদেরকে সৃজনশীল হিসাবে অনুভব করতে পারে এজন্য বেশ কয়েকটি পর্বে কর্মশালাটি ছিল। যেমন–অভিনয়, গান ও অংকনের ব্যবস্থা করা হয়। অধিকাংশ বালক–বালিকা পূর্বে কখনোও অভিনয়, গান কিংবা অংকনের সুযোগ পায়নি, যখন তাদেরকে এগুলোর যে কোন একটি করতে বলা হলো, তারা জানালো অভিনয় করা বা গান গাইতে তারা জানে না। একবারের অধিবেশনে যোগদান করেই তারা দেখতে পেল তারা যা করতে বা বলতে পারে তা শুধু গ্রহণযোগ্যই নয় বরং তা মূল্যবান। তারা নিজেরাও আনন্দ পায় ফলে তাদের মধ্যে অধিকতর আত্মবিশ্বাস এবং নিজ শক্তির উপর আস্থা বেড়ে উঠে। সৃজনশীল কর্মশালা শুধুমাত্র এই পর্বকে মূল্যবান করে নি বরং অপরাপর অধিবেশনসমূহকে এবং কর্মশালা সার্বিক পরিবেশ অংশগ্রহণকারীদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে প্রাণবন্ত করেছে। যারা স্কুলে যায় নি তাদেরকে ছোট না করার জন্য লিখিত যোগাযোগের উপর নির্ভর না করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। চিহ্ন এবং রঙিন কোড ব্যবহার করে দলভাগ করা হয়। স্বাস্থ্য শিক্ষায় সাধারণ নকশার ব্যবহার করা হয়। শিশুদের কোন কিছুই লিখতে হয় নি।

৩.৬ কর্মশালার স্থান ঃ গণস্বাস্থ্য, সাভার

কর্মশালার জন্য নির্বাচিত স্হান গণস্বাস্হ্য কেন্দ্র অংশগ্রহনকারীদের জন্য ভারী চমৎকার হয়। ওখানে সহাজের মেয়েরের ভূমিকা ও বিকল্প সম্পর্কে ওদেরকে সচেতন করে তুলতে হাতে কলমে শিখিয়ে তোলার অনেক সুযোগ হয়। অংশগ্রহনকারীরা সেখানে মেয়েদেরকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে প্রথা–বহির্ভূত কাজ। কঠিন দৈহিক পরিশ্রম এবং প্রযুক্তিগত কাজ করতে দেখে এগুলো সাধারণভাবে বোঝানো বা আলোচনার চেয়ে অনেক বেশী কাজে আসে।এসব কাজ ওদের জন্য সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

৩.৭ বয়স্ক ও শিশুদের মধ্যে অনুপাত ঃ বালক বালিকা ঃ স্বেচ্ছাসেবী/কর্মশালার সহযোগী বালক বালিকা ও স্বেচ্ছাসেবী অনুপাত ছিল ৫ঃ১

এত অল্প সময় কর্মশালার সহযোগীদের সাথে অংশগ্রহণকারীদের নিবিড় ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক তৈরীর জন্য এই অনুপাত প্রয়োজনীয় ছিল।

৪. অংশীদারগণ

অধিবেশনগত বিস্তারিত কর্মসূচী নিম্নে প্রদত্ত হলো। (বাংলা কর্মসূচী) ১০–১৮ বছরের ৮০ জন মেয়ে এবং ২২ জন ছেলে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিল। যদিও ১০ থেকে ১৬ বছরের অংশগ্রহণকারীদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে যে কয়েকজন এ নির্বাচিত বয়সসীমার কম এবং সামান্য কয়েকজন বেশী ছিল। বিভিন্ন জাতি (বাঙালী, বাহারী গাসিয়া, গারো) এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী যথা মুসলমান, হিন্দু বৌদ্ধ ও খৃষ্টান এ কর্মশালায় প্রতিনিধিত্ব করেছিল। তারা দেশের বিভিন্ন স্থান যথা–ঢাকা, মানিকগঞ্জ, সাভার, শিবালয়, বগুড়া, সিলেট ও সৈয়দপুর থেকে এসেছিল।

অধিকাংশ অংশগহণকারীকে যে সকল এন. জি. ও'র শিশু সম্পর্কে কর্মসূচী রয়েছে, তাদের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল ব্রাদার্স ফর অল ম্যানকাইন্ড (বাম), বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্রাক), ক্রিশ্চিয়ান, কুম্যানিটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সি. সি. ডি. বি) ফেন্ডস ইনভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (এফ. আই. ডি. বি.), গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সাহায্য সংস্থা (জি. এস. এস) টেরেতে হোমস (সুইজারল্যান্ড), আরবান ভলান্টিয়ার প্রোগ্রাম(I. C. D. D. R. B) এবং মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি (এম. সি. সি)

বাকী অংশগ্রহণকারীদেরকে অপ্রতিষ্ঠানিক কিংবা ব্যক্তিগত সংযোগের মাধ্যমে মনোনীত করা হয়েছিল। বিভিন্ন পর্যায়ের এবং বিভিন্ন স্তরের অংশগ্রহণকারী নেয়ার ও উদ্দেশ্য যথাযথভাবে পূরণ হয়েছিল। গ্রামীন এবং শহুরে ছেলে মেয়েরা ভালভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছিল। শহুরে শিশুদের অধিকাংশই ছিল কম সুবিধাভোগী শ্রেণীর যদিও তাদের মধ্যে অধিকতর সুবিধাভোগী শ্রেণীরও ছিল। যদিও বেশীর ভাগ শিশু কিছুটা স্কুলে পড়া ছিল কিন্তু উল্লেখযোগ্য শিশুই ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন। অধিকাংশ শিশুই কর্মে নিয়োজিত ছিল এবং অনেকে নিজের পরিবারকে অর্থিকভাবে সাহায্য করত। পোশাক ও ডিম বিক্রয়, গার্মেন্টি শিল্পে, চাকুরী, সেলাই, ব্লক প্রিন্টিং ভাগে চাষ করা প্রভৃতি ছিল তাদের পেশা।

৫. কর্মশালার প্রধান উল্লেখযোগ্য দিক ঃ

কর্মশালার প্রতিটি পর্বই ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদেরকে পরবর্তী অধিবেশনের জন্য প্রস্তুত করা, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী ও সংগঠকদেরকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করণ, একে অপরকে কাছে টেনে আনা, এবং একে অন্যের কাছে নিজকে প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া ছিল সমগ্র কর্মশালার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ।

৫.১ বাগান করা

দুদিন অধিবেশন শুরু হয় বাগানে কাজের মাধ্যমে। এই পর্বের মূল উদ্দেশ্য ছিল সকল কায়িক শ্রমকে যথোপযুক্ত সম্মান দেয়ার মানসে একটি সমচেতনার বোধ তৈরী করা। যদিও সকাল ৭টায় বাগানে কাজ আরম্ভের কথা। কিন্তু অংশগ্রহণকারীরা সকাল ৫টায় ঘুম থেকে উঠে পরতো। ৭টায় দলে দলে শিশু এবং কর্মশালা সহযোগী নির্ধারিত স্থানে নিজেরা পছন্দ করে নিয়ে চারাগাছ রোপন করেছে। মাটি খুঁড়ে, চাড়া পুতে এবং তাদের লাগানো চারাগুলোতে পানি দিয়ে তারা গোসলের জন্য ফিরে আসত। অনেকে পুকুরে সাঁতার কেটে গোসল করত। তারা নীম, জলপাই, পেয়ারা, ইত্যাদি গাছ নিজ পছন্দমত রোপন করে একটি তৃপ্তি অনুভব করতো।

৫.২ প্রহসন/একাঙ্কিকা

বালিকাদের যে বিভিন্ন প্রকারের বৈষম্যের শিকার হতে হয় সে সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিটির মেয়েরা ৪টি নাটক প্রস্তাব করে। এগুলোর মুখ্যবস্তু ছিল কিভাবে বৌ নির্বাচন করা হয়। মেয়ে সন্তান হবার কারণে মাতবর সাব পুনঃ বিবাহে আগ্রহী হয়। নাটকসমূহ প্রস্তুতকালে বালিকারা মূল ভূমিকা পালন করেছে, সংগঠকরা ন্যুনতম সহযোগিতা করেছে। বালিকারা অভিনয় করে আনন্দ পেয়েছে এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীগণ দর্শক হিসাবে এ সকল ঘটনার সাথে তাদের নিজের জীবনের পরিচিত ঘটনা হিসাবে সহজে গ্রহণ করতে পেরেছে। দলীয় আলোচনাসমুহে এ সকল বিষয়ে আলোচনার জন্য বক্তৃতার চাইতে নাটক সমূহের মাধ্যমে বিষয়গুলির উপরে অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে।

যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে নাটকগুলো রচিত হয়েছে তাতে পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই সংলাপের স্বাভাবিকতা (কোন কিছুই-লিখিতভাবে নয়) খুবই প্রাণবন্ত বিশদ বর্ণনায় নাটকের প্লটের ধারাবাহিকতাসমূহ ছিল বিস্ময়কর।

৫.৩ সৃজনশীল কর্মশালা

আমাদের উদ্দেশ্যের সার্থকতার লক্ষ্যে সৃজনশীল কর্মশালার ভুমিকা ছিল আলোচনা অধিবেশনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কর্মশালায় বালিকাদের নিজস্ব বক্তব্য বিভিন্ন ভাবে এবং খোলামেলাভাবে প্রকাশ করবার সুযোগ ছিল। সকল অংশগ্রহণকারীর সমানভাবে কথায় মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা ছিল না। সৃজনশীল কর্মশালায় শিশুদের প্রকাশের বিভিন্নতা এবং নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপনের সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল।

৫.৩.১ নাটিকা/তাৎক্ষণিক রচনা

অল্প উদ্বুদ্ধ করতেই শিশুরা সম্পূর্ণভাবে এগিয়ে এসেছিল। এ ব্যাপারে একজন স্বেচ্ছাসেবী মন্তব্য করেছেন যে, তিনি ৩৫ জন বিভিন্ন পাগলের অভিনয় কখনো একত্রে দেখার আশা করেন নি। তারা পশুদের মত হওয়ার চেষ্টা করতো এবং পশুদের আওয়াজ বের করতো। তারা সম্পূর্ণ কাহিনীকে মাত্র কয়েকটি শব্দের দ্বারা আরম্ভ করতে পারতো। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা খুবই লজ্জাশীলা তারা নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারতো।

এ সকল অধিবেশনে সহীদুল আলম সাচ্চু ও সারা যাকের রিসোর্স পারসেন হিসাবে সহায়তা করেছেন। দুজনেই অভিজ্ঞ পেশাদার মঞ্চ ও টেলিভিশন অভিনেতা, প্রযোজক এবং অভিনয় কর্মশালা পরিচালনায় অভিজ্ঞ।

৫.৩.২ গান

যারা কর্মশালা যোগ দেয় তারা সবাই জানিয়ে ছিল তারা গান গাইতে পারে না। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েচিল যে তাদেরকে গান গাওয়া জানতে হবে না, তারা শুধু আনন্দের জন্য গান গাইবে। তাদেরকে একটি দেশাত্মবোধক গান শেখানো হয়েছে। তারা যখন গণসংগীত গাওয়া আরম্ভ করে তখন তারা যে কখনো সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে পারবে সে ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। কিন্তু সাভার জাতীয় স্মৃতি সৌধে তাদের অনুষ্ঠান হয়েছিল চমৎকার। তাদের গানের শিক্ষকের অনুপস্থিতি সত্ত্বে কয়েকজন গানটিকে লিখে নিয়েছিল কিন্তু অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী গানটি মুখস্থ করে নিয়েছিল। সাকেলা আহমেদ, সংগীত কলেজের ছাত্রী গানের পর্বের জন্য রিসোর্স পারসেন ছিল।

এই কর্মশালা কোন কোন অংশীদারকে এত বেশী উৎসাহিত করেছিল যে, যখনই তারা কিছু সময় পেত, তখনই তাদেরকে দল বেঁধে হারমোনিয়াম, তবলা গান গাইতে দেখা যেত (হয়ত তাতে সুর, তাল না থাকুক উৎসাহ থাকতো)।

৫.৩.৩ অংকন

বেশ কয়েকটি রং প্রস্তুত করার পর মুস্তফা মনোয়ার কয়েকজন শিশুকে রং দিয়ে খেলতে উৎসাহিত করেন। তাদেরকে দেখানো হয়েছিল কিভাবে তাদের হাত, কাঠি ব্যবহার করতে হবে এবং কিবাবে রং এর ব্যবহার সাহসিকতার সাথে করতে হবে। কয়েকবার চেষ্টার পর তারা "স্কুল ক্লাস রুম" পদ্ধতি বাদ দিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে রং এবং ছবি আঁকা নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলো। এতে অসাধারণ ফল হলো। এগুলো ব্রাক ও ইউনিসেফ আয়োজিত নভেম্বর ১৯৯০ মেয়ে শিশু মেলার প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে আঁকা ছবিগুলো।

দক্ষ ব্যক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হলেও শিশুরা তাদের বক্তব্য অনুযায়ী নিজেরাই "এঁকেছে। তাদের আঁকা ছবি পেশাজীবি শিল্পীর আকার মত না হলেও চমৎকৃত ছিল। বাড়ী এবং নৌকা এদের আঁকায় প্রাধান্য পেয়েছে।

এ কর্মকাণ্ডের জন্য যখনই শিশুরা সুযোগ পেয়েছে তাদের কয়েকজন নিজেরাই কাগজ রং নিয়ে আঁকা আরম্ভ করতো।

৫.৪ খেলাধূলা

শরীর চর্চা এবং আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যে কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। খেলাধূলা পর্বের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যে শুধুমাত্র ছেলে বা মেয়েদের জন্য নির্বাচিত নয়। মেয়েদের ফুটবল, কাবাডি খেলতে এবং ছেলে মেয়ে একত্রেও খেলাধূলা করতে কোন সমস্যা নেই। দুটি প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল ও কাবাডি খেলার মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল। খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করার সময় কিংবা দুটি পর্বের মধ্যবর্তী সময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানা প্রকার খেলাধূলা ও শরীর চর্চা চলতো।

৫.৫ আত্মরক্ষা

রানী পদমসী কারাতে স্কুলকে কারাতে প্রদর্শন এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে আত্মরক্ষার পদ্ধতি শিক্ষা দেবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। স্কুলের নয়টি শিশুর কারাতে প্রদর্শন অংশগ্রহণকারীদের মুগ্ধ করেছিল। কারাতে প্রদর্শণের পর ছোট ছোট গ্রুপের অংশ গ্রহণকারীদেরকে কারাতে স্কুলের শিশুরা বিভিন্ন কৌশল শেখার আনন্দ পেয়েছে। একজন মেয়ে দৈহিকভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পারার কিংবা আমন্ত্রণকারীকে আঘাত পর্যন্ত জানতে পারার ধারণা তাদের অনেকের মাঝে নতুন এবং যে সকল কৌশল তারা শিখেছে তার কয়েকটি অংশগ্রহণকারীকে অনুশীলন করতে দেখা গেছে। কারাতে টিমে দু'জন মেয়ে ছিল যা অংশগ্রহণকারীদের মনে দাগ কেটেছে।

৫.৬ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অংশগ্রহণকারী শিশুদের নেতৃত্বে দশজন শিশুর একটি করে দল পর্যায়ক্রমে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে। তারা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ছাপাখানা, ব্লক প্রিন্টিং ইউনিট, নারী কেন্দ্র, জুট প্লাস্টিক, জুতা তৈরী, বেকারী ওয়েলডিং ওয়ার্কসপ, কাঠমিস্ত্রীর কাজ এবং ডে কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করে। এ সকল স্থানে সার্ট-প্যান্ট পরা মেয়েদেরকে এমন কি অনেকক্ষেত্রে পুরুষদের পাশে মেয়েদেরকে কঠিন কায়িক পরিশ্রমের কাজ করতে তারা দেখেছে। এসব দেখে মেয়েদের মনে ধারণার উদ্ভব হয় যে, "মেয়েরা সব কিছুই করতে পারে।" কিছু সংখ্যক মেয়েদের মনে হয়েছে যে এ ধরনের কাজ তাদের জন্য হবে বেশ কঠিন ও পরিশ্রমের। কিন্তু তারাও শিকার করেছে যে, এ ধরনের কাজ মেয়েদের দ্বারা করা সম্ভব।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র নারীদের কাজের পরিবেশ, চাকুরীর শর্তাবলী বিশেষভাবে কেন্দ্রের বেতনের বিষয়ে মেয়েরা বেশ কৌতূহলী ছিল।

৫.৭ সাভার স্মৃতি সৌধ

তৃতীয় দিনের বিকাল সাভার জাতীয় স্মৃতি সৌধে কাটানো হয়েছিল। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে হেটে অংশগ্রহণকারীরা প্রথমে জাতীয় স্মৃতি সৌধের আশে পাশে বেড়াবার পর অংশগ্রহণকারীগণ স্মৃতিসৌধের সামনের ধাপ সমূহে একত্রিত হয়। অংশগ্রহণকারীর কর্ম সংগঠকদের লেখা গানটি গাইল। তাদের রিসোর্স পারসেন শাকেলা আহমেদ ওদের সাথে আসেনি, কয়েকবার গান গাওয়ার পর শ্লোগান দিতে শুরু করল।

শ্লোগান :
নারী পুরুষ এক সমান
সমান কাজের সমান দাম।
মাঠে-মাঠে, বাসে ট্রেনে
নারীর স্থান সবখানে।
নারী নির্যাতন রুখতে হবে
হাত আছে হাতিয়ার হবে।
একাত্তরের হাতিয়ার
গর্জে উঠুক আরেকবার।
লড়াই করে বাঁচতে চাই।

সবাইকে শ্লোগানের নেশায় পেয়ে গিয়েছিল এবং সবাই সমবেতভাবে শ্লোগান দিচ্ছিল। আবহাওয়া ক্রমাগত খারাপ হওয়াতে বন্ধ করে সকলে ফিরে আসে। ফেরার পথে অংশগ্রহণকারীরা শ্লোগান দিতে থাকল, নিজেরাও কিছু শ্লোগান তৈরী করে ফেলল। শ্লোগানে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাদের প্রেরণায় শিশুরা সারা পথ নেচে, লাফিয়ে, চিৎকার এবং গান করতে করতে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফিয়ে আসল।

৫.৮ দেহ, স্বাস্থ্য এবং অধিকার

তৃতীয় দিনের পর্বে স্বাস্থ্য, শরীর, প্রজনন এবং নিজের শরীরের উপর অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছেলে এবং মেয়েদেরকে আলাদা দলে বিভক্ত করা হয়। বয়স অনুপাতে মেয়েদেরকে দুই দলে ভাগ করা হয়। এই পর্বে দুই ঘন্টার অংশগ্রহণকারীদের নিজ শরীর, কিভাবে গর্ভধারণ হয়। বয়সন্ধিক্ষণের শরীরে পরিবর্তন এবং আলোচনায় মেয়েদের নিজেদের দেহের উপর অধিকার রয়েছে এ প্রসংগে জোর দেয়া হলো। মেয়েদের নিজেদের দেহের উপর অধিকার রয়েছে এ প্রসংগে জোর দেয়া হলো। মেয়েদের দেহকে মেয়েদের সম্মতি ব্যতিরেকে ব্যবহার করার কারো অধিকার নেই। যদিও আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা এই বিষয়ে তেমন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেনি, তদুপরী তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছে আলোচ্য বিষয়টি তাদের জীবন সম্পৃক্ত এবং তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ছেলেদের ভিন্ন দলগত আলোচনা ছিল। বয়স বাড়ার সাথে তাদের দেহে যে সকল পরিবর্তন আসে এবং দেহের বৃদ্ধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা ছেলে অংশগ্রহণকারীদের দেয়া হয়েছে।

৫.৯ দলীয় আলোচনা

দলীয় আলোচনাসমূহ ছিল প্রাণবন্ত এবং আনন্দদায়ক। অংশগ্রহণকারীদের নিজের ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা এবং পার্শ্ববর্তী ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এই সকল অভিজ্ঞতার বর্ণনার যাচাই না করেই পরস্পরের মধ্যে আলোচনার সুযোগ করে দেয়া হয়। এবং পরস্পরকে মতামত প্রদানের মাধ্যমে প্রশ্ন এবং মন্তব্য করার সুযোগ করে দেয়া হয়। ভিন্ন মতামতের ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। এই অধিবেশনে মূলতঃ বন্ধুর সাথে আলোচনার ভঙ্গিতে পরিচালনা করা হয়। সংগঠকদের ভূমিকা ছিল আলোচনা প্রাসঙ্গিক রাখা এবং আলোচনাকে উৎসাহিত করা। অংশগ্রহণকারীরা আলোচনায় আগ্রহী ছিল তার প্রমাণ মেলে নির্ধারিত সময়ের পরেও দলীয় আলোচনা অংশ্রহণকারীরা আগ্রহী ছিল।

৬. কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা

কর্মশালা মেয়ে শিশুদের বেশ কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উমুক্ত করে দিয়েছে এবং কর্মশালা পরিচালনা করতে গিয়ে নারীপক্ষ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

৬.১ শিশুদের সম্ভাবনা

১৯৯০ সনে ১ম বিশ্ব শিশু শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং শিশু অধিকার সংক্রান্ত সনদ ঘোষণা করা হয়। একই সনকে বালিকা বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সময়ে এই বিষয়ে পুনরাবৃত্তি গুরুত্বপূর্ণ যে শিশুরাই মানবজাতির ভবিষ্যৎ। প্রতিটি শিশুর মধ্যে তার জীবনের সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে। শিশুদের এ সম্ভাবনা বিকশিত হবে কি না তা নির্ভর করবে শিশুর পরিবেশ, সমাজ, সংস্কৃতি এবং তার অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। শিশুকালই একমাত্র সময় যখন বিভিন্ন বাধা অনুভব করতে শুরু করে কিন্তু এই বাধা তাদের চিন্তা, স্বপ্ন, আশা, স্বতঃস্ফূর্ত ও সৃষ্টিশীলতা বিনষ্ট করে না। তাদের সম্পূর্ণ জীবনই সম্ভাবনাময়।

৬.২ বয়স্কদের ভুমিকায় শিশুরা

বেশীর ভাগ শিশুদের দীর্ঘ শৈশব উপভোগ করার সুবিধা কিংবা অবকাশ থাকে না। তাদেরকে বাধ্য হয়ে বাস্তবতায় কর্মে ও চিন্তায় তাড়াতাড়ি পূর্ণ বয়স্কদের ভূমিকায় যেতে হয়। অনেক অংশগ্রহণকারীই ছিল কর্মজীবি। এবং তাদের আয়ের সিংহভাগ খরচ হয় সংসারের জন্য। তারা ছিল সংসারের পূর্ণ কর্মজীবি সদস্য এবং সংসারের পরিচালনার দায়িত্ব বৃদ্ধ পিতা মাতা কিংবা ছোট ভাইবোনদের লালন-পালনের দায়িত্ব ও তাদের বহন করতে হয়। ৮-১৮ বছরের

অংশগ্রহণকারীদের অনেকের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। যদিও বয়সের ক্ষেত্রে তাদেরকে শিশু বলে গণ্য করা যায় তারা অনেকেই বড়দের কর্মে নিয়োজিত, বড়দের হিসাব, মহাজন, ব্যবসায়ী, মধ্যসত্ত্বভোগী, খদ্দের, নিয়োগকারী প্রভৃতির মোকাবিলা তাদের করতে হয়। এ অবস্থা তাদেরকে সাংসারিক জ্ঞান সম্পন্ন ও সতর্ক করে তোলে।

৬.৩ বিভিন্ন প্রসংগে সচেতনতা

বড়দের বিশ্বে শিশুদের অংশগ্রহণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়। তারা বহু বিবাহ, যৌতুক, মহিলা-পুরুষ সম্পর্ক, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিস্থিতি, আইন শৃংখলা পরিস্থিতি, আইনের কার্যকারিতা এবং অকার্যকারিতা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বৈষম্য সম্পর্কেও সচেতন। সচেতনতার মাত্রা অংশগ্রহণকারী ভেদে বিভিন্ন হলেও তারা সাধারণ ভাবে পরিস্থিতির বিষয়ে সচেতন। মেয়েরা যে বৈষম্যের শিকার সে প্রসঙ্গে তারা সচেতন এবং এটা যে অন্যায় তাও তারা অনুভব করে। তাদের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সাথে তারা বিমূর্ত ঘটনাবলীর সংযোগ করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতি সচেতন। কিন্তু তার প্রতিকার সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা নেই।

কোন কোন প্রসঙ্গে কখনো ছেলেদের মেয়েদের চাইতে ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। বিতর্ক কিংবা আলোচনার মাধ্যমে তারা পরস্পরের বক্তব্য জানতে পারে, কমপক্ষে তারা একে অপরের বক্তব্য শুনেছে। ছেলেরা যখন মেয়েদের বক্তব্য শুনে যে বক্তব্য সমাজে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধি তাদের জন্য নতুন।

এটা গুরুত্বপূর্ণভাবে জোর দিয়ে বলা যায় যে অনেক অংশগ্রহণকারীই ছিল মানসিকভাবে প্রাপ্তবয়স্ক তাদের বড়দের দুনিয়ায় বেচে থাকতে ও বড়দের মতই প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে বসবাস করতে হয়। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বড়দের মতই। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ বিত্তের শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সতের আঠার বছর বয়সের শিশুর জন্য অসামাজিক এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব। কিন্তু অন্যদের জন্য তা সম্ভব নয়।

আমরা ধারণা করতে পারি শ্লোগানগুলোকে সহজে ভুলে যাবে না, এগুলো কর্মশালার স্মৃতি হয়ে থাকবে।

৬.৪ পরিবর্তনে উন্মুখীতা

শিশুদের সম্ভাবনার সাথে নতুন বিষয়কে গ্রহণ করার আগ্রহ এবং প্রবণতা রয়েচে। বড়দের চাইতে তারা নতুন ধারণা কাজ করবার নতুন পদ্ধতি এবং নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি অধিকতর গ্রহণ করে থাকে। তাদের মূল এমনভাবে অবস্থান ধারণ করে নাই যে তারা বদলাতে পারবে না। এ বয়সের ছেলে মেয়েদের সাথে কাজ করা তাই বিশেষভাবে ফলপ্রসু।

সংগঠকদের ধারণা এবং চিন্তা অংশগ্রহণকারীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি বা প্রভাবিত করা হয়নি যা সম্পূর্ণ কর্মশালার জন্য ক্ষতি করবে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তারা যে নিজেদের কাছ থেকেই শিখে এবং উত্তরের চাইতে অধিক প্রশ্ন নিয়ে ফিরে যায়। কর্মশালার সুবিধা সমূহকে মনে প্রাণে সদ্ব্যবহার করেছে এবং তাদের ইচ্ছাকৃত কার্যকলাপ ছিল তাদের বয়সের জন্যই। তাদের বয়স এবং আমাদের প্রচেষ্টায় তারা খুব সহজেই কর্মশালায় সক্রিয় হতে পেরেছে।

৬.৫ শ্রেণী বাধাকে জয় করা

কর্মশালার অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল বিভিন্ন স্তরের অংশগ্রহণকারীদেরকে একত্রিত করা এবং দেখানো নানাবিধ বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা একসাথে অনুভব করতে পারে। কর্মশালার সময় অল্প হওয়ায় এই চ্যালেঞ্জ যেমন শ্রেণী বিভেদের উর্ধ্বে আসা কঠিন ছিল। কর্মশালা সঠিক ভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে সঠিক পরিবেশে এবং সঠিক সাবধানতা গ্রহণ করলে শিশুরা খুব তাড়াতাড়ি শ্রেণী বাঁধাকে জয় করতে পারে। সব অংশগ্রহণকারীদের একসাথে খাওয়া, ঘুম, গোসল, খেলাধূলা ও কথাবার্তা বলার সুযোগ পেয়েছে যা অপরাপর পরিস্থিতিতে দূর থেকে দেখার মত হতো। কর্মশালার পরিবেশে কোন অংশগ্রহণকারীই নিজকে অপরের

চাইতে উচ্চতর বলে মনে করতে পারেনি। কারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা কোন বিশেষ গুণের জন্য তাদেরকে বিচার করা হয়নি। যে কোন কাজই করুক না কেন প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে তাদের নিজেদের জন্য তাদের অভিজ্ঞতা ও সামর্থের জন্য মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৬.৬ বালক-বালিকা সম্পর্ক

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বাংলাদেশের খুব কম বয়সেই ছেলে ও মেয়েদেরকে আলাদা করে রাখা হয়। প্রায়শঃই কিশোর বয়সে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্বকে উৎসাহ দেয়া হয় না।

উপরে বর্ণিত মতে কর্মশালা এরকম এক পরিবেশের সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল যেখানে সমতার ভিত্তিতে ছেলে এবং মেয়েরা বন্ধুর মত ভাবের আদান-প্রদান করতে পারবে এবং প্রমাণ করবে যে এটা সম্ভব। এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে জোর করে ছেলে ও মেয়েদেরকে মেশার ব্যবস্থা করা হয় নি। ঘুমাবার ও গোসল করবার বন্দোবস্ত ছিল পৃথক এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কীত অধিবেশনসমূহ ও পৃথকভাবে করা হোত কিন্তু বাকী সকল পর্বই একসাথে করা হয়। খেলাধূলার ক্ষেত্রে অবশ্য প্রমাণ করার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েরা ছেলেদের খেলা খেলতে পারে এবং বালক ও বালিকা এক সাথে খেলতে পারে।

প্রাথমিক লজ্জার বাঁধা কাটিয়ে ওঠার পর বিভিন্ন অধিবেশনে এবং অধিবেশনের বাইরে ছেলেমেয়েদেরকে পরস্পরের সাথে কথা বলতে, একসাথে গান গাইতে এবং হাটতে দেখা গেছে। নারী-পুরুষ সম্পর্কে বাধা পৃথকতা কাটিয়ে ওঠা শ্রেণী বাঁধা কাটিয়ে ওঠার চাইতে অধিকতর কঠিন ছিল। পরিপূর্ণভাবে সাফল্য লাভ করাবার জন্য অধিকতর সময়ের প্রয়োজন ছিল।

৬.৭ স্বাস্থ্য ও প্রজনন শিক্ষা

স্বাস্থ্য দেহ এবং অধিকার এর পর্বসমূহ দেখিয়েছে যে অল্প সময়ে (দেড় থেকে দু'ঘন্টা) বালক বালিকাদেরকে সরল তথ্যগুলো পরিবেশন করা যায়, যা থেকে শিশুরা প্রয়োজনীয় অনেক মৌলিক তথ্যগুলো মনে রাখতে পারে। অংশগ্রহণকারীদের সাথে আরো বিশদ আলোচনার সময় থাকলে বোঝা যেত যে তারা কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করছে। অংশগ্রহণকারীদেরকে আরো অধিকতর তথ্য প্রদান করা যেত। যা হোক শিক্ষা গ্রহণের জন্য এবং শিক্ষা প্রদানের জন্য কর্মশালা ছিল সাফল্যময়। এই পর্ব বালিকাদের আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়েছে এবং কয়েকজন মনে করে তারা এখন জীবনের অনেক কিছুই জানতে পেরেছে।

৭. অংশগ্রহণকারীরা কি পেয়েছে

নিজেদেরকে জিজ্ঞাস করা কর্মশালার মূল্যায়ন ছিল আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্মশালার মূল মূল্যায়নের বিষয় অংশগ্রহণকারীরা কি পেয়েছে? এতে কি তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে? এটা কি তাদের উপর প্রভাব ফেলেছে? যদি তাই হয়, তা হলে কি প্রকারের? মূল্যায়ন করার জন্য এগুলো প্রশ্নের উত্তর আমরা অংশগ্রহণকারীদের কাছে আমাদেরকে জানানোর জন্য লিখেছি।

আমাদের পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন ফিডব্যাক এর মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তের প্রাথমিক মূল্যায়নে দেখা গেছে যে কর্মশিবিরের প্রভাব অংশগ্রহণকারীদের উপর বেশ ভালভাবে পড়েছে। অংশগ্রহণকারীগণ মনে করে যে, খেলাধূলা ও আমোদ প্রমোদের জন্য ছিল এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কর্মশালা তাদের জন্যই আয়োজিত হয়েছিল। আমরা ধারণা করতে পারি শ্লোগানগুলোকে সহজে ভুলে যাবে না। এগুলো কর্মশালার স্মৃতি হয়ে থাকবে।

৮. কর্মশালা থেকে নারীপক্ষ'র কি লাভ হয়েছে

নারীপক্ষ এই কর্মশালায় প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে আস্থার কথা বলতে পারে, শুধুমাত্র নারী জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকেই নয় বরং একটি বালিকার নিজস্ব চিন্তার এবং ভাবনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে, বাস্তবতার ভিত্তিতে নারীপক্ষ এখন বালিকাদের ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে পারবে। এ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা এখন বিভিন্ন ফোরামে এবং আলোচনায় ব্যবহার করা যাবে। কর্মশালাটি ছিল প্রচণ্ড সমৃদ্ধ ও মূল্যবান অভিজ্ঞতাপূর্ণ। ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই। যদিও এতে প্রচুর খাটতে হয়েছে তবুও সংগঠকগণ অংশগ্রহণকারীদের মতই আনন্দ পেয়েছে। অনেকেই পরিবারের গন্ডি, দৈনন্দিন জীবনের টানা পোড়েন পেরিয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে এই প্রথম চিহ্নিত হয়েছে। এই বিষয়টি তাদের জীবনে প্রভাব ফেলেছে।

কর্মশালার ফোরামে অনেক বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের স্বতস্ফূর্তভাবে একে অপরের ঠিকানা প্রদান প্রমাণ করে, তাতে মনে হয় অংশগ্রহণকারীগণ পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রাখতে আগ্রহী। স্বল্প সময়ে শিশুগণ জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির ব্যাপারে জানেত পেরেছে, বিভিন্নভাবে কাজ করবার শিক্ষা পেয়েছে এবং বালিকা ও নারীরা নিজেদের সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছে। সকল প্রকার অভিজ্ঞতার সাথে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সম্মান, গুরুত্ব, স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা অংশ্রহণকারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। সিলেটের এফ, আই, ভি, ডি, বি-র অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় ৫দিন (আসা যাওয়া সহ) পূর্বে যে অংশগ্রহণকারীরা এসেছিল, ফিরে যাবার পর তাদের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। তাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মেছে। তারা কর্মশালা বিষয়ে অবিরাম কথা বলছিল এবং ভ্রমণ করতে ও বড়দেরকে ভয় পাচ্ছিল না। যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হল কর্মশালায় কি ঘটেছে—তারা জানালো যে তারা অভিনয় করে যে সকল শিশু কর্মশালায় যায়নি তাদেরকে কর্মশালায় কি ঘটেছে তা জানিয়ে দিবে।

টি. ডি. এইচ জানায় যে তাদের অংশগ্রহণকারীরা তাদের শিক্ষককে কিভাবে আঁকতে হয় সে বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছে। স্বাস্থ্য এবং প্রজনন-এর বিষয়েও শিশুরা শিক্ষা লাভ করেছে। তাদের লব্ধ তথ্য তাদের পরিবার এবং গুরুজন কিভাবে দেখবে তা দেখবার বিষয়।

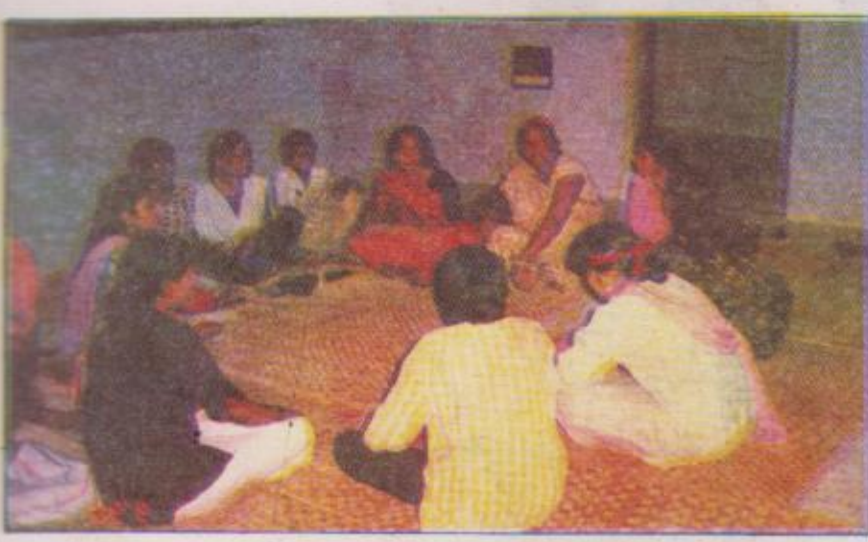

বালিকা বর্ষ • ১৯৯০ • নারীপক্ষ

মুদ্রণেঃ ব্রহ্মপুত্র প্যাকেজিং এন্ড প্রিন্টিং ইন্ডাষ্ট্রিজ,
বিসিক, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ